তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ
Information and Public Relations Division

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

প্রেস রিলিজ

তারিখ: ১৬ জুন ২০২৬

বাউবিতে ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২৬-২০৩০’ উদ্বোধন: সবুজ ক্যাম্পাস গড়ার প্রত্যয়

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ক্যাম্পাসে দীর্ঘমেয়াদী "বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২৬-২০৩০" এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৬ জুন ২০২৬) সকাল ১১:০০ টায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন গাজীপুর-২ সংসদীয় আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এম. মঞ্জুরুল করিম রনি। এসময়ে একটি নিম গাছের চারা রোপণ করে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান একটি বারোমাসি আমড়া গাছের চারা রোপণ করেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলামও একটি করে গাছের চারা রোপণ করেন।

উদ্বোধন শেষে বেলা ১১:৩০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কনফারেন্স হলে ‘প্রতিটি চারা হোক গ্রিন ক্যাম্পাসের নতুন স্বপ্নের সূচনা’ স্লোগানকে সামনে রেখে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব এম. মঞ্জুরুল করিম রনি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবাইকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৬৩ টি উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে একযোগে এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ‘গ্রিন ক্যাম্পাস’ গড়ার আহ্বান বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ আগামী পাঁচ বছর অব্যাহত থাকবে। এ সময় তিনি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে একটি চলমান সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার আহ্বান জানান।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, “পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারের ঘোষিত পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জাতীয় উদ্যোগ। এই কর্মসূচি কেবল সংখ্যাগত লক্ষ্য নয়, বরং একটি সবুজ, জলবায়ু-সহনশীল ও টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান নয়, বরং মূল্যবোধ, সচেতনতা ও সামাজিক নেতৃত্ব তৈরির কেন্দ্র। তাই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন চর্চা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরও বলেন, গাছ লাগানোর পাশাপাশি প্রতিটি গাছের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, কারণ একটি গাছ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না, ভবিষ্যতের আশা ও জীবনও রক্ষা করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রত্যেককে অন্তত একটি করে গাছ রোপণ ও তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিবেশ সংরক্ষণে একটি অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন”।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্যের সহধর্মিণী ড. আলো আরজুমান বানু পরিবেশ দিবসের উপর সময়োপযোগী একটি কবিতা আবৃত্তি করেন উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বৃক্ষরোপণ কমিটির আহ্বায়ক এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুলের ডিন। আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাউবির রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) টি.এম আহমেদ হুসেইন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সম্মানিত ডিন, পরিচালক, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম (জুম)-এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থেকে অংশগ্রহণ করেন।

মো: খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)